আদালতের নির্দেশে রেলের আশায় গোঘাটবাসী

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

হুগলির গোঘাটের ভাবাদিঘি এলাকায় তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলপথ নিয়ে আবার নতুন করে আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন মানুষ। শুধু গোঘাটবাসীই নয়, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ার মানুষ এখন উচ্চ আদালতের নির্দেশ কতটা এবং কিভাবে কার্যকর হয় সেদিকেই তাকিয়ে আছেন। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার কলকাতা উচ্চ আদালত ভাবাদিঘি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এক নির্দেশ দিয়েছে। ওই নির্দেশে বিচারক বলেছেন, ভাবাদিঘি এলাকায় রেল প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখা যাবে না। রেলের কাজে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সে ব্যাপারে রাজ্যকে সবরকম সাহায্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও সমস্যা থাকলে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে আলোচনার মাধ্যমে তা মেটানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। প্রয়োজনে আদালত হস্তক্ষেপ করবে বলে জানানো হয়েছে। আর এই নির্দেশকে কেন্দ্র করে গোঘাট ও তার আশেপাশে মানুষের মধ্যে আবার এই রেললাইনকে কেন্দ্র করে আশার সঞ্চার হয়েছে। এবিষয়ে কামারপুকুর গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা তথা শিক্ষক গোপাল মোহন চক্রবর্তী বলেন, এই রেল প্রকল্প আটকানো একেবারেই মুখামির কাজ ছিল। এই রেল লাইন তৈরি হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। মানুষ খুব সহজেই হাওড়া ও বিষ্ণুপুর যেতে পারবেন। লক্ষ লক্ষ রামকৃষ্ণ ভক্ত কামারপুকুরে এসে পুণ্য সঞ্চয় করতেও পারবেন। গৃহবধূ ইলা লাহা জানালেন, এই রেলপ্রকল্প সম্পূর্ণ হলে গোঘাট থানা এলাকায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে। শুনেছি কামারপুকুরে জংশন তৈরি হবে। আর তা যদি হয় বহু মানুষের অন্ন সংস্থান ঘটবে। কামারপুকুর কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি জগবন্ধু ঘোষ বলেন, তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর লাইন সম্পূর্ণ হলে গোঘাট থানা এলাকার কৃষিতে প্রভূত উন্নতি ঘটবে। কারণ সব্জীর অতিরিক্ত ফলন হলে চাষী কমদামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হতেন। রেল চালু হলে সেটা আর ঘটবে না। যুব সহজেই শিক্ষাতেও এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে। কলকাতা থেকে কামারপুকুর বা বিষ্ণুপুর যে কোনও মানুষ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কলেজে পড়তে পারবে, চাকরি করতে পারবে। সর্বপরি হাজার হাজার মানুষ আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র কামারপুকুর, জয়রামপুর দর্শনের সুযোগ সহজেই পাবেন। সাথে সাথে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এবিষয়ে গোঘাট বিধায়ক মানস মজুমদার বলেন, আদালত রেললাইন বিস্তারের কাজ চালিয়ে যেতে বলায় আমরা খুশি। যাঁরা এই রেল লাইন পাতার বিরুদ্ধে আদালতে গিয়েছিলেন এবং আদালতের নির্দেশ মেনে নেবেন বলেছিলেন তাঁরা এবার এই নির্দেশকে সম্মান জানাক। রাজ্য সরকার যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলেছে সেই ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে তাঁরা লক্ষ্য লক্ষ মানুষের স্বপন পূরণ করুক। যদিও এবিষয়ে ভাবাদিঘি বাঁচাও কমিটির পক্ষে আইনজীবী সৈয়দ সামসুল আরেফিন বলেন, চূড়ান্ত রায় ১৪ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হবে। আগে আদালত সেই রায় দিক। তবে আমাদের মূল কথা প্রথমের রুট ম্যাপ অনুযায়ী রেললাইন যাবে।

ঘুরিয়ে ভাবাদিঘির উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ওরা পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র পায়নি। এবিষয়ে ভাবাদিঘি বাঁচা কমিটির পক্ষে রাজকুমার পণ্ডিত বলেন, আদালতের এই নির্দেশ আমাদের আন্দোলনের পরিপন্থি। যদি আদালতের রায় এরকমই হয় তাহলে আমরা সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে যাব।

সরকারি সুবিধা পেতে নাম লেখান সামাজিক সুরক্ষায় ঃ অসীমা পাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বুধবার হুগলির আরামবাগ রবীন্দ্রভবনে শুরু হল দুদিনব্যাপি শ্রমিক মেলা। এদিন এই শ্রমিক মেলায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অসীমা পাত্র, সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার, আই এন টি ইউ সির জেলা সভাপতি বিদ্যুৎ রাউত, জেলা কোর কমিটির সদস্য সেখ নিয়ামুল, ডি এল সি পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী প্রমুখ। এই শ্রমিক মেলা থেকে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বীমা ও অন্যান্য আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রায় ২ কোটি টাকা শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী অসীমা পাত্র বলেন, যে সমস্ত শ্রমিক আছে যারা ২৪ ঘন্টা কাজ করে সরকার ২৪ ঘন্টা তাদের পাশে রয়েছে। তাদের জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেগুলি তাদের অনেকেই জানে না। এই শ্রমিক মেলার মাধ্যমে সেই সব জিনিস তুলে ধরা হবে, শ্রমিকদের জানানো হবে। তিনি জানান, শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার চালু করেছে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। এই প্রকল্পে প্রত্যেক শ্রমিককে নাম লেখাতে হবে। তাদের যেসব

ছবি- পিন্টু সাঁতরা

সামাজিক ন্যায় পাওয়ার কথা সেই সব ব্যবস্থা করা হবে এই শ্রমিক মেলার মাধ্যমে। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, যখন এক রাজমিস্ত্রি বাড়ি তৈরি করে অর্থ উপার্জন করার পর মারা যায় তখন তাদের পরিবারটা শেষ হয়ে যাবে। কেন না সেই পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিল সে। তার মৃত্যুর পর তাদের পরিবারটা কি করবে কি খাবে তারা কিন্তু কিছুই জানে না। কিন্তু এই মেলার মাধ্যমে শ্রমিকরা সচেতন হচ্ছে। প্রত্যেকটি সরকারি মেলাই করা হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষার উদ্দেশ্যে। এখন শুধু শ্রমিক নয়, তার পরিবারের ছেলেমেয়ে তাদের স্বাস্থ্য, লেখাপড়া সমস্ত বিষয়ে সরকারিভাবে সাহায্য করা হচ্ছে। এছাড়া চিকিৎসার জন্য সাহায্য করা হচ্ছে। এভাবেই জানানো হচ্ছে যে কোন রাজমিস্ত্রি, কোন বাস ড্রাইভার অন্যান্য সকলে যেন এটা মনে করবেন না যে আপনার যদি কিছু হয় আপনার পরিবারটা অথৈ জলে। কারণ এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনার পরিবার জলে পড়বে না। মুখ্যমন্ত্রী তাদের পাশে আছেন। কিন্তু এর জন্য আপনাকে নাম লেখাতে হবে সামাজিক সুরক্ষায়। তাহলে আপনার রাজ্য আপনার পাশে থেকে সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

খানাকুলে শুরু সম্প্রীতি কাপ ফুটবল

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ হুগলি জেলা পুলিশের উদ্যোগে সমগ্র জেলাজুড়ে পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি করতে শুরু হয়েছে সম্প্রীতি কাপ নামে ফুটবল টুর্নামেন্ট। যা চলবে আগামী কয়েকদিন। জেলার সমস্ত থানা এলাকাগুলি থেকে ৮টি দল বাছাই করে থানা, মহকুমা ও শেষে জেলা পর্যায়ের মধ্যে খেলার মধ্য দিয়ে শেষ হবে টুর্নামেন্টটি। এরই অংশ হিসাবে বুধবার সকাল থেকে খানাকুল ফুটবল মাঠে শুরু হল এই টুর্নামেন্টের খানাকুল থানা পর্যায়ের খেলাগুলি। খানাকুল থানার ব্যবস্থাপনায় এদিন খানাকুল থানা এলাকার ৮টি ক্লাবকে নিয়ে এই টুর্নামেন্টটি শুরু করা হয়। খানাকুলে এই খেলাটির সূচনা করেন খানাকুল থানার ওসি সুব্রত দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন থানা ও স্থানীয় প্রশাসনে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। জানা গেছে, বুধবার ও বৃহস্পতিবার ধরে চলবে এই খেলাগুলি, এদের মধ্যে থেকে বিজয়ী দল পুরস্কার ছাড়াও মহকুমা পর্যায়ে খেলার ছাড়পত্র পাবে। এছাড়াও ম্যান অফ দ্য সিরিজ, সেরা প্লেয়ার সহ বেশ কিছু আকর্ষণীয় পুরস্কারও থাকছে বলে দাবি খানাকুল থানা কর্তৃপক্ষের।

শুধু তাই নয়, এইবার খানাকুল পর্যায়ের খেলাগুলিতে বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে দর্শকদের জন্যও পুরস্কার থাকছে বলে খানাকুল থানা সূত্রে জানানো হয়েছে।

চাকরির দাবিতে মৃতদেহ নিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ মঙ্গলবার হুগলির গোঘাট ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল হিমঘর কর্মী শ্যামল চক্রবর্তীর। বুধবার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং মৃতের স্ত্রীর সরকারি চাকরির দাবিতে মৃতদেহ নিয়ে গোঘাটের কাঁটালী এলাকায় আরামবাগ-কামারপুকুর ৭নং রাজ্য সড়ক অবরোধ করলেন হিমঘর কর্মী ও এলাকার বাসিন্দারা। পাশাপাশি তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। প্রায় ঘন্টা দুয়েক এই অবরোধ চলে। হিমঘর কর্মীদের বক্তব্য, মৃত শ্যামলবাবুর উপার্জনেই সংসার চলত। তাঁর দুই মেয়ে আছে। এই দুর্ঘটনার পরে ওই পরিবার আর্থিকভাবে একেবারেই ভেসে যাবে। তাই মৃতের স্ত্রীর একটি চাকরির অবশ্যই প্রয়োজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন গোঘাট ২নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য তপন মণ্ডল, গোঘাট ১নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি মনোরঞ্জন পাল, হুগলি জেলা যুব তৃণমূল সহসভাপতি প্রদীপ রায় প্রমুখ। তাঁরা মৃতের দাদা উদয় চক্রবর্তী এবং অন্যান্য অবরোধকারীদের কাছে মৃতের স্ত্রীকে চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিশ্রুতিতে বলা হয়েছে মৃত শ্যামলবাবুর স্ত্রী প্রণতি চক্রবর্তীকে আগামী তিন মাসের মধ্যে কোনও চাকরিতে নিয়োগ করা হবে। যতদিন না কাজের ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন হিমঘর মালিক তাঁদের সংসার চালানোর ব্যবস্থা করবেন।

পৌর নিগমের কাজ থেকে সরতে চাইলেন ১৪ কাউন্সিলর

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ হুগলির চন্দননগর পুরনিগমের ১৪জন কাউন্সিলর পৌরনিগমের সমস্ত কাজ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়ে চন্দননগর ডেপুটি মেয়রের কাছে এক চিঠি পাঠিয়েছেন। ৬ জানুয়ারি এই চিঠি পাঠালেও বুধবার এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। ওই কাউন্সিলরদের বক্তব্য, প্রায় ১০ মাস ধরে কয়েকজন পৌরকর্তা দুর্নীতি, অপকর্ম, স্বজনপোষণ, পরিষেবা কেনাবেচা ইত্যাদি নানান কাজের সঙ্গে জড়িত। সেই কলঙ্কভার তাঁরা গ্রহণ করতে রাজি নয়। তাই তাঁরা এখন থেকে আর পৌর নিগমের আর কোনও দপ্তরে, বরোতে ও সভাতে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। দুর্নীতিগ্রস্ত পৌরকর্তাদের অপসারণ করা হলে তবে তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্ত বদলাবেন।

৯০০জন দুঃস্থকে কম্বল প্রদান তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁশবেড়িয়া ঃ মন্ত্রী তপন দাশগুপ্তর উদ্যোগে ও আখনা গ্রাম তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় বুধবার আখনা সুলতানপুর দুর্গামন্দিরে এক কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষদের নতুন কম্বল তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা। এখানে উপস্থিত ছিলেন বাঁশবেড়িয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি দেবরাজ পাল, পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল ঘোষ, মুসলিম আলি ও সদস্য-সদস্যারা। মোট ৯০০জনের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয় বলে জানালেন পঞ্চায়েত প্রধান নির্মল ঘোষ।

বাসনের দোকানে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মগরা ঃ বুধবার ভোরে ভয়াবহ কাণ্ডের ঘটনা ঘটল একটি বাসনের দোকানে। ঘটনায় দুটি দমকলের দিনের বেশ কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দোকান মালিক গৌর গোবিন্দ সাহার দাবি, প্রায় দশ থেকে পনেরো লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মগরা থানার অন্তর্গত ত্রিবেণী মনসাতলায়। স্থানীয়রা সকালে প্রাতঃভ্রমণ করতে বেরিয়ে ওই দোকান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন। এর পরেই খবর যায় দোকান মালিকের কাছে। দোকান মালিক দমকলে খবর দেন। দুটি দমকল এসে কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ইতিমধ্যে দোকানের পিছনের দেওয়াল ভেঙে বেশ কিছু বাসনপত্র উদ্ধার করে বাসিন্দারা। তবু ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দশ থেকে পনেরো লক্ষ টাকার কম হবে না বলে দাবি মালিক পক্ষের।

চুঁচুড়ায় শিশু উদ্যানের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার ১৬নং ওয়ার্ডে মহামায়া এলাকার বাসিন্দাদের অনেকদিনের চাহিদা পূরণ হল। এখানে একটি নতুন শিশুউদ্যান তৈরি করা হয়েছে। চুঁচুড়া বিধায়ক অসিত মজুমদারের উদ্যোগে এবং পুরসভার সহযোগিতায় জনকল্যাণ সম্পদের পাশে ফাঁকা জায়গাতে তৈরি করা হয়েছে এই উদ্যান। রয়েছে শিশুদের জন্য দোলনা, স্লিপারসহ বসার জায়গা। উদ্বোধন করেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গৌরীকান্ত মুখার্জী, উপপৌরপ্রধান অমিত রায়সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা।

মারধর ও শ্লীলতাহানিতে গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ মৃতদেহ পোড়ানোকে কেন্দ্র করে বচসা ও তার জেরে মারধরের জেরে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে খানাকুলের পোল, মনুগেড়িয়া এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় এলাকা থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম সঞ্জয় মালিক ও বিমল দোলুই। তাদের বাড়ি স্থানীয় গ্রামেই। এলাকা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে স্থানীয় এক ব্যক্তি মারা যান। তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে অন্যান্যদের সাথে গিয়েছিল দুই অভিযুক্ত। মৃতদেহ সৎকারের সময় অভিযুক্তদের সাথে স্থায়ীয় বাসিন্দা ও মৃতদেহ সৎকার করতে আসা এক ব্যক্তির বচসা বাধে। অভিযোগ, এর জেরে মৃতদেহ সৎকারের পর দুই অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির বাড়িতে চড়াও হয়ে তাকে মারধর করে। এই সময় আক্রান্তর স্ত্রী স্বামীকে বাঁচাতে এলে তাকে মারধর করে অভিযুক্তরা। এই সময় ওই গৃহবধূকে শ্লীলতাহানিও করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে এদিন রাতেই খানাকুল থানায় চারজনের নামে অভিযোগ দায়ের করেন ওই গৃহবধূ। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে এদিন দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়, বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

সময়ে বেতন ও সংগঠনকে না জানিয়ে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ তৃণমূল পারিচালিত পুর নিগমের বিরুদ্ধে সরব তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন। প্রতিমাসে বেতন নিয়ে গড়িমসি করার পাশাপাশি সংগঠনকে না জানিয়ে দিনের পর দিন অস্থায়ী কর্মীদের সংখ্যা বাড়ানো মূলত এই দুই দাবিসহ মোট পাঁচ দফা দাবিতে প্রতিবাদে সামিল হল চন্দননগর পুরনিগম কর্মচারী সমিতি। প্রসঙ্গত তৃণমূলের ছাতার তলায় থাকা এই সংগঠনের ৬৮১জন কর্মী পুরনিগমের মূল ফটকের ভিতরে ঢুকে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলেন। রীতিমতো তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে মাইক বাজিয়ে এই অবস্থান বিক্ষোভ চলে। পুর নিগমের অস্থায়ী কর্মী সংগঠনের পক্ষে জানানো হয়, প্রতিমাসের ৭ তারিখের মধ্যে বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও প্রত্যেক মাসেই সেই বেতন দেরি করে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বিগত দু-তিন বছরের মধ্যে ২০০-র বেশি কর্মী নেওয়া হয়েছে সংগঠনকে অন্ধকারে রেখে। এরই প্রতিবাদে এদিন তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন। তাঁরা বলেন, পুর নিগমের কমিশনার নয়, পুর

নিগমের মেয়র পারিষদ সদস্যদের পাশাপাশি কাউন্সিলর সকলকে অন্ধকারে রেখে দিনের পর দিন নিজেদের মতো অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। এদিন তাই তাঁরা এই অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন। অবিলম্বে আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের দাবি দাওয়া না মেটানো হলে আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেন। অন্যদিকে এ বিষয়ে চন্দননগর পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র যিনি চন্দননগরের পুর নিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তীর পথ দুর্ঘটনার পর থেকে অস্থায়ীভাবে মেয়র পদ সামলাচ্ছেন সেই সংঘমিত্রা ঘোষ এবিষয়ে বলেন, আমরা তাঁদের সমস্ত কাগজপত্র কমিশনারকে পাঠিয়ে দিয়েছি। কমিশনারের টেবিলে সব আটকে আছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, গতকাল এই সমস্ত কর্মচারীরা কমিশনারের দপ্তরের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। কিন্তু এখন কেন ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে কমিশনারকে ছেড়ে আমাদেরকেই দায়ি করেছে তা বুঝতে পারছি না। বিগত কয়েক বছরে শ্রমিক সংখ্যা বাড়ানোর কথা তিনি স্বীকার করে নিয়ে বলেন, আমি যে ক'দিন ধরে দায়িত্ব সামলাচ্ছি সে কদিন একজন শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়েনি। তবে যাই হোক চন্দননগর পুর নিগমের তৃণমূল সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এখন আর কারও অজানা নয়। তার উপর কখনও উচ্ছেদের প্রতিবাদে দোকানদারদের বিক্ষোভ, কখনওবা টাকা না পেয়ে ঠিকাদারদের বিক্ষোভ। এবার তৃণমূল পরিচালিত পুর নিগমে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের বিক্ষোভ নাজেহাল অবস্থা জেলার একমাত্র পুর নিগমের।

মৃত ফুটবলারের বাড়িতে বিজেপি সভাপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ হুগলির শ্রীরামপুরের ফুটবলার স্নেহাশিস দাশগুপ্তর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় ওই ফুটবলারের বাড়িতে গেলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁকে দেখে মৃত ফুটবলারের মা রিঙ্কি দাশগুপ্ত ও বাবা দোলন দাশগুপ্ত কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি জানান বলেও জানা গেছে। তাঁদের অভিযোগ, তাঁদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে। এব্যাপারে দিলীপ ঘোষ সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন।

সোনার দোকানে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ হুগলির শ্রীরামপুর একই রাতে কয়েকটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। দোকানগুলির সিসি টিভির হার্ডডিস্কও ভেঙে নিয়ে পালায় বলে জানা গেছে। জানা গেছে, বাহির শ্রীরামপুর রোড এলাকায় একটি জুয়েলারী দোকানে সাটার ভেঙে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা গহনা নিয়ে চম্পট দেয় চোরেরা। পাশে আরও একটি সোনার দোকান থেকে গহনা চুরি যায়। এছাড়াও আরও একটি দোকানের দরজা ভাঙতেও ভিতরে ঢুকতে পারেনি দুষ্কৃতীরা।

বাঁশবেড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়ে পুনর্মিলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁশবেড়িয়া ঃ হুগলির বাঁশবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সংসদ সমিতির উনবিংশ বর্ষ বার্ষিক প্রাক্তন ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বুধবার দুপুরে হাইস্কুলে। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ছাত্ররা এখানে কেউ আবৃত্তি, কেউ সংগীত পরিবেশন করেন। সব শেষে স্কুলের পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

নিরোগ ডায়গনস্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী
Ph : 03211-256950
Mob. 9732843677
- MRI
- 3D Multi Slice CT Scan
- Digital X-Ray
- Colour Doppler
- Ultrasonography
- Echocardiography 2DM Mode & colour
- Holter Monitor
- Endoscopy
- Colonoscopy
- EMG
- NCV
- EGG
- Pathology
- FNAC